১০-০৩-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -ভগবান এসেছেন সমস্ত ভক্তদের ভক্তির ফল মুক্তি-জীবনমুক্তির ঠিকানা দেবার জন্য তোমরা এখন ভক্ত থেকে উত্তরাধিকারী হয়েছ"

প্রশ্ন : কোন্ স্মৃতি ধারণ করে থাকলে তোমাদের হৃদয়ে খুশির ঢাক-ঢোল বাজতে থাকবে ?

উত্তর : সর্বদা স্মৃতিতে যেন থাকে, মোস্ট বিলভেড বাবা এসেছেন আমাদের বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য, রাজাদের রাজা করার জন্য। আমরা এখন সূর্যবংশী রাজা রানী তৈরী হচ্ছি। বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য এভার হেলদি, ওয়েলদি বানাচ্ছেন । আমাদের সত্যযুগী রাজ্যে সবকিছুই ফার্স্ট ক্লাস হবে। তত্ত্বও সতোপ্রধান হবে। আত্মা ও শরীর দুই-ই ফুলের মতন হবে। এই স্মৃতিতেই হৃদয়ে খুশির ঢাক-ঢোল বাজতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে ,বাবা পরমধামে থাকেন। বাবা নিজে স্বয়ং বলেন এখন আর তোমরা ভক্ত নও। এখন তো তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। ভক্তরা ভগবানকে খুঁজতে থাকে। ভক্তদের ভগবান বলতে পারবে না। ভক্ত অনেক, ভগবান এক । ভক্তরা যখন মানব তাহলে ভগবানকেও মানুষের রূপেই আসতে হয়। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এক, ভক্ত অনেক। সকল মানুষই এখন ভক্ত, ভগবানকে স্মরণ করে। মনে করে ভগবানকে কোনো এক সময় আসতে হবেই। উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, অবশই একজনই হবেন। অনেকজন তো হবেন না। ভগবান মনুষ্যের রূপে এসে ভক্তদের বোঝান। অর্ধেক কল্প ধরে আমাকে স্মরণ করে। নাটকের অঙ্গ অনুসারে ভক্তিমার্গে অবশই স্মরণ করতেই হবে। পুনরায় আমি ভগবান, মানুষের রূপ ধারণ করে ভক্তদের কাছে আসি। ভক্তরাও মানুষ তাই আমাকেও মানুষদের সাথেই মিলিত হতে হয়। অবশ্যই মানুষের রূপ ধারণ করতে হয়, কোনো কচ্ছপ বা কুমিরের নয়। বাবা বলেন আমি এসে বাচ্চাদেরকে আমার পরিচয় দিই। আমার পার পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তাই আমিই এসে পরিচয় দিই যে আমি এসেছি। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা মানুষের শরীর ধারণ করে এসেছেন। এটাও বোঝান আমি কোন্ বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করি। এই (ব্রহ্মা) হলেন সবথেকে বড়ো ভক্ত। ভক্ত তো একজন নয়। যারাই পুরানো ভক্ত আছে, তাদের হিসাব কষে দেন। সেই প্রাচীন দেব-দেবীরা যারা সত্যযুগে ইত্যাদিতে ছিল, তারাই ভক্তি মার্গে এসে পুনরায় ভক্তি আরম্ভ করে । তাহলে এরা হলো সব পুরানো ভক্ত। তারাই পুরো ভক্তি যুক্ত ছিল। তারাই এসেছে ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ করে দেবী-দেবীর পদ প্রাপ্ত করতে। পুনরায় এসে সম্মুখ মিলিত হচ্ছে। তোমরা জানো, তোমরা ভক্ত ছিলে, পুরো দুনিয়াই ভক্ত। ভগবান এসেছেন ভক্তদের রক্ষাকর্তা হয়ে, কেননা ভক্তরা বড়ো দুঃখী। ভক্তরা এটা জানেনা যে শান্তি এব সুখ কোথায় পাওয়া যায় ! ভগবান এসে বোঝান যখন আমি আসি, বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসি। অসীমের বাবা নিশ্চয় অসীমের উপহার আনবেন। এখন তোমরা বুঝেছ যে, তোমরা ভক্ত নও। ভগবান এসে নিজেরই উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। ভক্তরা উত্তরাধিকারী নয়। তারা এমন মনে করে না যে তারা বাচ্চা। বাবার কাছে উত্তরাধিকার পেতে হবে। তারা তো সর্বব্যাপী বলে দেয়, তাহলে ভগবান কোথা থেকে আসবেন। এখন তোমাদের অবশ্যই উত্তরাধিকার পেতে হবে তাই আমাকে স্মরণ করো। উত্তরাধিকারও প্রথমশ্রেণীর চাই। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নয়। সকল ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, তাঁর সাক্ষাতের আশা রাখে । কিন্তু জানেনা কি করে তাঁর কাছে যাবে। তাই ভগবানকেই আসতে হয়। উনি পড়ানো, তোমরা জানো ভগবান এসেছেন সবাইকে ভক্তির ফল দেবার জন্য বা সকলকে

সুখী করার জন্য। ভগবানকে এখনই আসতে হয়। উনি হলেন রুহানি পান্ডা । বাস্তবে মানুষের সত্যিকারের তীর্থ হলো মুক্তি এবং জীবনমুক্তিধাম । স্বর্গের দেবতাদের জড় চিত্রগুলি এখানে আছে । সেই সব জড় চিত্রগুলির কাছে যাত্রা করতে যায় । সেটা হয়ে যায় শরীরী যাত্রা । দিলওয়ারা মন্দিরে বা জগদম্বার কাছে তীর্থ যাত্রা করতে যায়, সেটা হলো ভক্তি । ভগবান এসে এইসব যাত্রার ধাক্কা থেকে মুক্ত করেন। যখন ভক্ত ভগবানের সাথে মিলিত হয় তখন তিনি ভক্তির দুঃখ থেকে তাদেরকে মুক্ত করে ঠিকানা লাগান । বাবা বলেন অন্যান্য সব ধর্মের সকলকেও ঠিকানা লাগাতে আমি এসেছি। আসল হলো মুক্তি, জীবনমুক্তিধাম। সকলকেই নিজের ধাম অথবা স্বর্গ ধামে নিয়ে যাই। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। আমরা ভগবানের কাছে যাই। কারা স্মরণ করে ? স্মরণ করে এই অর্গানস এর দ্বারা। বাবা বলেন এখন তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান টপটপ করে পড়তে থাকে । নিশ্চয়ই অবিনাশী ড্রামা অনুসারেই বাবা এসেছেন। বাচ্চাদের রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করে নিজের সাথে নিয়ে যাবেন। গাইড হয়ে এসেছেন। তোমাদেরকে রুহানি তীর্থে যেখানে যেতে হবে সেখান থেকে আর ফিরে আসতে হবে না । এখানে আছে অল্প কালের জন্য শারীরিক তীর্থ । এই জড় তীর্থ একসময় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তোমরা আবার সব তীর্থে যাও। সত্যিকারের তীর্থ একটাই - মুক্তিধাম এবং দ্বিতীয় হলো জীবনমুক্তিধাম। সেই সব তীর্থে যাওয়ার জন্য ভক্তরা শারীরিক তীর্থ করতে থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জন্ম-জন্মান্তরের যাত্রা করার পর মুক্ত হয়ে আমরা অলোকিক তীর্থে চলে যাবো, পুনরায় এই মৃত্যু-লোকে আসতেই হবে না । মুক্তিধামে গিয়ে বসবে, আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় স্বর্গে গেলে আসা-যাওয়া চলতে থাকবে। স্বর্গবাসী হয়ে যাবে। তোমরা জানো বাবা আমাদের স্বর্গবাসী তৈরী করছেন। আমরা স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই দুনিয়ার কেউই জানেনা, সকলেই একদম মূর্খ। শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েও কোনো লাভ নেই। এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে তো এটাই বলবে। স্বল্পকালের সুখকে অল্পই বলা হবে । অঢেল মিষ্টান্ন আর অল্প মিষ্টির মধ্যে অন্তর তো আছেই। ,

এখন তোমরা বুঝতে পার যে আমরা সূর্যবংশী রাজা-রানীতে হতে যাচ্ছি আর বাকী দুনিয়ার মানুষের আশা হল কেবল সম্পদশালী হওয়ার । সুখী হতে গেলে সম্পদ তো অবশ্যই চাই। সম্পদের সাথে চাই হেল্থ। হেলথ, ওয়েলথ থাকলে অনেক সুখও থাকে। এই দুনিয়ায় হেলথ, ওয়েলথ দুইই পাওয়া যায় না। এক জন্মে একজন মানুষের কাছে এগুলো একসাথে থাকতে পারে না। ওখানে তো তোমরা ২১ জন্মের জন্য হেলদি এবং ওয়েলদি থাকো। ওখানে তো আনা পত্র খুব সস্তা হবে। টাকা-পয়সার তো দরকারই পরবে না। পয়সার পরিবর্তে হয়তো মোহর দেবে আর জিনিসপত্রও ফার্স্টক্লাস হবে। তত্ব সতোপ্রধান হলে জিনিসপত্রও খুব ভালো হবে । ভোজনাদিও কত মজাদার হবে।এখন তো তোমাদের অন্তরে ঢাক-ঢোল বাজতে থাকা উচিত। মোস্ট বিলোভেড বাবা এসেছেন। বলেন আমি তোমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা। ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা স্মরণ করেছো। বিলাভেড বলেই তো স্মরণ করো। মানুষ তো কিছুই জানেনা। বাবা আমাদের রাজাদের রাজা, স্বর্গের মালিক, বিশ্বের মালিক বানান । দেবী-দেবতারা তো বিশ্বের মালিক, তাই না। কিন্তু তাদেরকেও ছোট বেলা থেকে কালিমা লিপ্ত করে দিয়েছে। কত মিথ্যা দোষারোপ করে দিয়েছে। মায়া একদম ১০০ শতাংশ নন-সেন্স বুদ্ধি বানিয়ে দেয়। এটাও নাটকের খেলা। অতএব মোস্ট বিলাভেড বাবা বলেন আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। ফুল হও। আত্মা ফুলের মতন হলে শরীরও সুন্দর পাবে। ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা .....এটা কার মহিমা গীতি ? কুকুর, বেড়াল সকলের মধ্যে ঈশ্বর

থাকলে কি তাকে মাতা পিতা.... ইত্যাদি বলা হবে? মানুষের বুদ্ধির দুরাবস্থা কি হয়েছে ! জৌলুস কত দেখায়। এটাকে বলা হয় মায়ার পাম্প। রাবনের রাজ্যে মানুষদের অহংকারের নেশা কত। জানেনা কিছুই। তোমাদের মধ্যেও যাদের জ্ঞান ধারণের ভালো ক্ষমতা আছে, তাদের কত নেশা হয়। জ্ঞানের ধারণা না থাকলে চেহারা যতই মানুষ হোক স্বভাব বাঁদরের মতন। তোমরা বাচ্চারা এখন বোঝো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করে ভারতবর্ষের সকল মানুষকেই শ্রেষ্ঠ দৈবীগুনধারী বানাই অর্থাৎ আমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠ দৈবী রাজস্থান বানাই । যাদের এই নেশা হবে তারাই একথা বলবে। যেখানেই ভাষণ দাও, বলবে আমরা শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত অনুসরণ করছি। ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, আমরা তাঁর মতেই চলেছি। যাদব এবং কৌরব উভয়ই রাবণের মত অনুসরণ করে আর আমরা হলাম পান্ডব, ভগবানের শ্রীমতে চলি। জয় আমাদেরই হয়। কৃষ্ণ কোনো স্বগের স্থাপনা করে না। ভগবান বাবাই স্থাপনা করেন। আমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠ বানাই । আর কেউ এটা বলতে পারবেনা যে আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলেছি। হ্যাঁ, এটা বলতে পারে যে ঈশ্বরের প্রেরণায় করি। বাবা তো বলেন আমি এই (ব্রহ্মার) শরীরে এসে মত দিই । এর মধ্যে প্রেরণার কোনো ব্যাপারই নেই। তাহলে সর্বপ্রথম নিরাকারের মহিমা গান করতে হবে। উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তাঁর মতই আমরা অনুসরণ করি। তিনি হলেন আমাদের পিতা। পরমধামে থাকেন। স্বর্গের রচয়িতা। যারা জানে তারাই তাঁর মহিমা গান করবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে পবিত্রকারী তো একজনই হবেন । অনেকে নিশ্চই হবে না। তাহলে আমরা ছাড়া সকলেই রাবণের মত অনুসরণ করে। আমরা শ্রীমতের দ্বারা ভারতকে পুনরায় দৈবী রাজস্থান বানাচ্ছি । এই সব নানা ধর্ম, সবই বিনাশ হতে হবে। আমরা যারা বি. কে, আমরা সকলেই এটা প্রাক্টিক্যালি অনুভব করেছি। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । তোমরাও তাই, কিন্তু আমরা এখন প্রাক্টিকালে আছি। পুনরায় ভক্তি মার্গে গাওয়া হবে - পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মানুষের সৃষ্টি রচনা করেছেন। তারা ভাবে ঝট করে দেবতা হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়। আগে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা হয় তারপর বর্ণের বিষয়ে বোঝানো উচিত। গল্প, নাটক ইত্যাদির করে কোনো লাভ নেই। সরাসরি বাবার শিক্ষার বিষয়েই বোঝানো উচিত। বাবা আমাদের কি বলেন ? হে মিষ্টি বাচ্চারা, হে আত্মারা ....সমস্ত সভাতেই বলা উচিত - আমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করছি - দেবতা হওয়ার জন্য। উনি আমাদের রাজযোগ শেখান। গীতার ভগবানও নিরাকারই । তিনি সাকার রূপে আসেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা এই সব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীরা নির্গত হন। আমরা হলাম বি. কে. পারমপিতা পরমাত্মা আমাদের ব্রহ্মার মুখের দ্বারা রচনা করেছেন। আমরা শিববাবার পৌত্র। বি. কে. দের পরিচয় দেওয়া উচিত। তোমরা সব আত্মারা শিবের পত্র, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। এখন পুনরায় এই নতুন রচনা রচিত হচ্ছে। এইভাবে বোঝানো উচিত। যাতে তারা বোঝে যে অবশ্যই আমরা শিবের পৌত্র ব্রহ্মার সন্তান। আমরা ওনার দ্বারা সৃষ্ট তাই আমাদের নাম ব্রহ্মকুমার-ব্রহ্মকুমারী। কল্প পূর্বে এরাই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছিল। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছে ! এইভাবে নানা উপায়ে চক্রের রহস্য বুদ্ধিতে বসানো উচিত। প্রথমে তো বাবার পুরো পরিচয় দেওয়া উচিত। বাবা আমাদের বলেছেন ,এখন আমরা তোমাদের জানাচ্ছি। এই সৃষ্টি রূপী নাটকের চক্রাকার আবর্তন কেমন করে হয়, চক্রবর্তী রাজা কীভাবে হতে হয় - এটাই হল নলেজ । এতে অস্ত্র ইত্যাদির কোনো প্রশ্নই নেই। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো মানুষই জানবে। মানুষ্য সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেটা অবশ্যই জানা উচিত । আমরা বাবার কাছে শুনি তাই চক্রবর্তী রাজা হই। তোমাদেরকেও যদি বেহদের (অসীমের) বাবার কাছে সুখ প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে পুরুষার্থ করো। বেহদের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। যদি তাঁর দ্বারা বেহদের সুখ পাওয়া

যায় তবে কী তাঁকে স্মরণ করা উচিত নয় ! লৌকিক পিতার উত্তরাধিকার বাচ্চারা সন্তুষ্ট নয়। আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের সুখ পাই । বাকি সব কিছুই হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী । তোমরা বলো শাস্ত্র ইত্যাদি অনাদি। কিন্তু এসব থাকা সত্ত্বেও তো কলিযুগের এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি । দুনিয়া ক্রমশ পতিত হয়ে যাচ্ছে। লাভ তো কিছুই হয় নি। এখন বাবা স্বয়ং এসেছেন, আমরা তাঁর পৌত্র ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ। বাস্তবে উনি তো তোমাদেরও পিতা। এই রকম সুন্দর-সুন্দর করে বোঝালে তারাও গলে হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনের জন্য মুখ্য সার ---

১) রুহানি যাত্রায় তৎপর থেকে, স্মরণের দ্বারা আত্মা এবং শরীর দুইই ফুলের মতন সুন্দর বানাতে হবে। বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

২) আমরা সরাসরি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারা ভারতকে শ্রেষ্ঠ, মানব মাত্রকেই দৈবীগুণ সম্পন্ন বানানোর সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছি - এই স্মৃতিতে থাকতে হবে।

বরদান : - স্বমানের সাথে নির্মাণ (বিনম্র) স্বরূপ হয়ে সকলকে মান প্রদানকারী পূজনীয় আত্মা ভব।

যে বাচ্চারা অবিনাশী স্বমানে স্থিত থাকে তারাই পূজ্য আত্মা হয়। কিন্তু যতটা স্বমান ততটা নির্মাণও আবশ্যক । স্বমানের অভিমান ভালো নয়। এমন নয় যে আমি তো উঁচুতে পৌঁছে গেছি, অন্যরা ছোট বা তাদের প্রতি যেন ঘৃণার ভাব না থাকে। আত্মা যেমনই হোক সকলের প্রতি করুণার দৃষ্টি যেন থাকে, অভিমানের (অহংকারী) নয়। এইরূপ নির্মাণকারী আত্মারা প্রত্যেককে আত্মিক দৃষ্টিতে দেখে সম্মান দেবে। অপমান করবে না।

স্লোগান :- বাপদাদার স্নেহে পালিত হয়ে উড়তে থাকো - এটাই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।